সোস্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত অপরাধ এবং তদন্ত কার্যক্রম

ইলিয়াস হোসেন
পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)
স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ
কাউন্টার টেরোরিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম
ডিএমপি, ঢাকা।
+৮৮০১৯১৯৯৩৩২২১
saymeonline@gmail.com

What is SOCIAL Network/SOCIAL Media?

Websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking.

An online service or site to facilitate social interaction to help individuals find others of a common interest, establish a forum for discussion, and exchange information.

Number of SOCIAL media?
How many types of SOCIAL media?

The variety of evolving stand-alone and built-in social media services makes it challenging to define them. However, marketing and social media experts broadly agree that social media includes the following 13 types of social media:

1. Blogs,
2. Business networks,
3. Collaborative projects,
4. Enterprise social networks,
5. Forums,
6. Microblogs,
7. Photo sharing,
8. Products/services review,
9. Social bookmarking,
10. Social gaming,
11. Social networks,
12. Video sharing, and
13. Virtual worlds

For more information https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media

History of Online Social Media May 1997:

According to CBS news, SixDegrees is "widely considered to be the very first social networking site", as it included "profiles, friends lists and school affiliations" that could be used by registered users.

Facebook in February 2004: At present it is considered to be the most common and popular social media site among the mass people in the world.

বাংলাদেশীদের তৈরী সোস্যাল মিডিয়াঃ

1. Kotha.io
2. Dosto.com
3.SinglesAround Me App
4. BDChat.com App

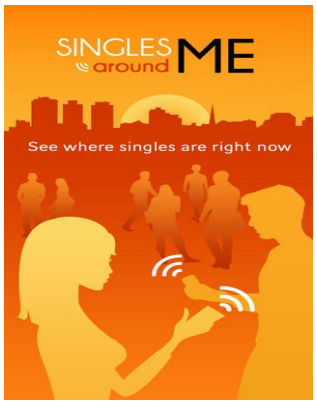

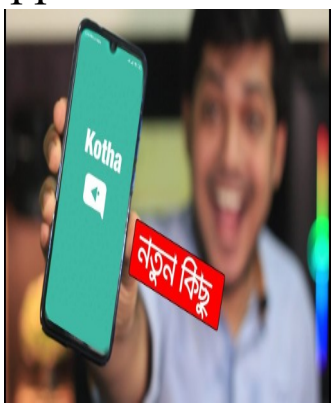

https://www.bd-pratidin.com/tech-world/2020/02/15/502088
https://www.youtube.com/watch?v=wWVtwyWwCfc

সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কৃত অপরাধকে আমরা অপরাধী কে তার উপর ভিত্তি করে তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) পরিচিত অপরাধী **কর্তৃক কৃত অপরাধ**
(২) সন্দেহভাজন অপরাধী **কর্তৃক কৃত অপরাধ**
(৩) অপরিচিত অপরাধী **কর্তৃক কৃত অপরাধ**

পরিচিত অপরাধী কর্তৃক কৃত অপরাধ

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো আমরা পরিচিত অপরাধী কর্তৃক কৃত অপরাধের জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে সাক্ষ্য-প্রমান যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপন পূর্বক শাস্তি নিশ্চিত করতে পারিনা।

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিচিত অপরাধী কর্তৃক কৃত অপরাধের জন্য আমরা কিভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করব তা আলোচনা করব।

যেকোন আইডি'র মালিকানা নির্ধারন

একটি ফেসবুক আইডি বা মেইল আইডি চালানো দায়ভার কার তা যেভাবে নির্ণয় করা হয়ঃ

১। যে ডিভাইসে (মোবাইল সেট/ল্যাপটপ/ডেস্কটপ) আইটি ফরেনসিক পরীক্ষায় অভিযুক্ত আইডি ব্যবহার করার প্রমান পাওয়া গেছে (অবশ্যই কোন সাইবার ক্যাফে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিভাইস বা ভাড়ায় চালিত ডিভাইস নয়)

২। আইডি সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর/ মেইল আইডি সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর।

৩। সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত আইডির ফ্রেন্ডলিস্টে আছে এবং নিয়মিত লাইক, শেয়ার বা মন্তব্য করে এমন কেউ সাক্ষী হিসেবে অভিযুক্ত ফেসবুক আইডি চিহ্নিত করতে পারেন।

সমস্যা ০১। রুপনগর গ্রামের "অমিত" একই গ্রামে বসবাসকারী প্রবাসীর স্ত্রী "লাবন্য" এর সাথে ফেসবুক আইডির মাধ্যমে যোগাযোগের এক পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। দীর্ঘ এক বছরে দুজনে বোটানিক্যাল গার্ডেন সহ দেশের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং **জ্ঞাতে/অজ্ঞাতে** স্মৃতিস্বরুপ ছবি তুলেছেন। করোনাকালিন জুলাই/২০২০ সালে উক্ত লাবণ্য এর স্বামী চাকুরীচ্যুত হয়ে দেশে আসেন। এখন আর "লাবন্য" চাইলেও "অমিত" কে সময় দিতে পারেন না। অমিত লাবন্য এর ফেসবুকে একাধিক বার ম্যাসেজ করার পরেও উত্তর না পেয়ে পূর্বের একটি **অশ্লীল ছবি গত ১২/১২/২০২০ খ্রিঃ ইনবক্সে পোস্ট** করেণ এবং আরো ছবি পোষ্ট করে দিবে বলে হুমকি দিয়ে ম্যাসেজ প্রদান করেন। **১৩/১২/২০২০ খ্রিঃ একটি সাধারণ যুগল ছবি টাইম লাইনে পোষ্ট** করেন। **মানসিকভাবে বিপর্যস্ত** কিংকর্তব্যবিমূঢ় লাবন্য কি করবেন বুঝতে পারছেনা, স্বামী জেনে গেলে নিশ্চিত ডিভোর্স দিয়ে তাড়িয়ে দিবেন। এমতাবস্থায় স্বামীর অগোচরে তিনি থানায় আসলেন এবং আপনার আইনানুগ সাহায্য চাইলেন। আপনার করণীয় কি?

উল্লেখিত ঘটনায় কেউ অভিযোগ প্রদান করতে আসলে প্রাথমিক করণীয়-

(১) সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ পূর্বক এজাহার নিতে হবে।

(২) সোস্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর কোন ভিডিও/ছবি/লেখা থাকলে পূর্ণাঙ্গ URL/Link সহ স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করতে হবে।

(৩) সোস্যাল মিডিয়ায় পোষ্টকৃত অভিযুক্ত ভিডিও/ছবি/লেখা Archive করে আবার Archive এর সংক্ষিপ্ত URL / Link সহ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে হবে।

(৪) অভিযুক্ত আইডির Friend list এ থাকা উল্লেখযোগ্য কয়েকজন Friend এর তথ্যাদি নিয়ে রাখতে হবে।

(৫) অভিযুক্ত আইডি ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বর/E-mail আইডি জানা থাকলে উক্ত মোবাইল নম্বর/E-mail আইডির সাথে সোস্যাল মিডিয়ার সম্পৃক্ততা খুঁজতে হবে। E-mail আইডির সাথে মোবাইল নম্বরের সম্পৃক্ততা খুঁজতে হবে।

(৬) অভিযোগকারীর সংশ্লিষ্ট আইডি ফেসবুক Data Download পূর্বক জব্দ করে রাখতে হবে।

(৭) অভিযোগকারী/ভিক্টিমের অশ্লীল ছবি গ্রহনের ডিভাইস (মোবাইল) জব্দ করতে হবে।

উপরোক্ত সাত ধরনের কাজ সঠিকভাবে করে মামলা রুজু করতে পারলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মামলা পরবর্তী সময়ে সোস্যাল মিডিয়ার আইডি থেকে অভিযোগের বিষয় বস্তু/পোস্ট (ভিডিও/ছবি/লেখা) মুছে ফেললে/আইডি ডিএকটিভেটেড /ডিলিট করলেও উপরোক্ত সঠিক তথ্যাদির কারণে তাকে যথাযথভাবে অভিযুক্ত করা যাবে।

(১) সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ পূর্বক এজাহার নিতে হবে- সমস্যা ১ এর ঘটনায় এজাহারে অবশ্যই যা থাকতে হবে বাদিনী ও বিবাদীর ক্ষেত্রে-

(১-ক) Facebook User Name:

(১-খ) Facebook Profile ID/URL ID:

(১-গ) Facebook Personal Numeric ID:

বাদিনীর তথ্যাদিঃ

(১-ক) Facebook User Name: Labonno

(১-খ) Facebook Profile ID/URL ID: https://www.facebook.com/labonno.123

(১-গ) Facebook Personal Numeric ID: 10000458245725854

বিবাদীর তথ্যাদিঃ

(১-ক) Facebook User Name: Amit

(১-খ) Facebook Profile ID/URL ID: https://www.facebook.com/amit.143

(১-গ) Facebook Personal Numeric ID: 10000458275845

ফেসবুক আইডির ক্ষেত্রে Facebook Personal Numeric ID খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মামলা পরবর্তী সময়ে একজন অপরাধী চাইলে তার আইডির সকল তথ্য (User Name, Profile Picture, Profile ID) পরিবর্তন করতে পারলেও Facebook Personal Numeric ID পরিবর্তন করতে পারে না।

(১-ঘ) অমিত কর্তৃক লাবণ্যকে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে প্রেরীত অশ্লীল ছবির Link এজাহারে উল্লেখ থাকতে হবে।

(১-ঙ) অমিত কর্তৃক তার ফেসবুক টাইম লাইনে পোষ্টকৃত সাধারণ যুগল ছবি ছবির Link এজাহারে উল্লেখ থাকতে হবে।

(১-চ) অমিত কর্তৃক লাবন্যর মেসেঞ্জারে এবং টাইমলাইনে ছবি পোষ্ট করার সময় ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

(২) সোস্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর কোন ভিডিও/ছবি/লেখা থাকলে পূর্ণাঙ্গ URL/Link সহ স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করতে হবে।

(২-ক) অমিত কর্তৃক লাবণ্যর ম্যাসেঞ্জারে পোষ্টকৃত ছবির URL/Link সহ স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করতে হবে।

(২-খ) অমিত কর্তৃক তার টাইম লাইনে পোষ্ট ছবির URL/Link সহ স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করতে হবে।

একটি স্ক্রিনশটে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ URL /Link, তারিখ ও সময় (যে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপের মাধ্যমে নেয়া হবে তার স্ক্রল বারের) সুস্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে।

(৩) সোস্যাল মিডিয়ায় পোষ্টকৃত অভিযুক্ত ভিডিও/ছবি/লেখা Archive করে আবার Archive এর সংক্ষিপ্ত URL / Link সহ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে হবে।

স্ক্রিনশট আর্কাইভ করে রাখা যায় যেভাবে-
http://archive.vn/ এই লিংকের মাধ্যমে সাধারণত আইডি সংশ্লিষ্ট আর্কাইভ করা হয়।

অভিযুক্ত কর্তৃক বিতর্কিত পোষ্ট (ভিডিও/ছবি/লেখা) মুছে ফেলার পরেও এই লিংকে ক্লিকের মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন।

উক্ত ঘটনায় মামলা পরবর্তী সময়ে করনীয়-

১। আসামী গ্রেফতার পরবর্তী সময়ে তার দখল থেকে ডিজিটাল ডিভাইস (যে ডিভাইসে ফেসবুক আইডি ব্যবহার করত) জব্দ করতে হবে।
২। আসামীর ব্যবহৃত সোস্যাল মিডিয়ার নিয়ন্ত্রন নিতে হবে।
৩। আসামীর ব্যবহৃত মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বরের নিয়ন্ত্রন নিতে হবে।
৪। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ছবি/ভিডিও বা ম্যাসেজের স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করতে হবে।
৫। সোস্যাল মিডিয়ায় পোষ্টকৃত অভিযুক্ত ভিডিও/ছবি/লেখা Archive করে আবার Archive এর সংক্ষিপ্ত URL / Link সহ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে হবে।
৬। আসামীর ফেসবুক আইডি ডাউনলোড করে জব্দ করতে হবে।

বিতর্কিত ছবি/ভিডিও একজন অপরাধী কোথায় কোথায় রাখতে পারে-

মোবাইল ডিভাইসে/ মোবাইলে হিডেন এ্যাপস ব্যবহার করে লুকিয়ে রাখতে পারে/ পেন ড্রাইভে/হার্ড ডিস্ক/ সিডি/ডিভিডি/এসডি মেমোরি কার্ডে/ সোস্যাল মিডিয়া'র বিভিন্ন ধরনের একাউন্টে (ফেসবুক/টুইটার/ ভাইবার/ইমু/লিংকডইন/ গুগল ড্রাইভ/ওয়ান ড্রাইভ/গুগল ফটোস/ই-মেইল আইডিতে) রাখতে পারে। আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে কোথায় ছবি/ভিডিও রেখেছে তা জানার চেষ্টা করতে হবে এবং জব্দ করতে হবে।

জব্দকৃত আলামতে ভিক্টিমের অশ্লীল ছবি আছে কিনা- বা ডিলিট করা হয়েছিল কিনা (মামলা প্রমানের জন্য আপনার যে তথ্যাদি প্রয়োজন তা উল্লেখ পূর্বক) সেই সংক্রান্তে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য বিজ্ঞ আদালতের আদেশনামা, ক্ষমতাপত্র সহ মামলার এজাহার এবং জব্দতালিকা সংযুক্ত করে আবেদন করবেন;

(১) বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), সিআইডি, ঢাকা অথবা
(২) বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), আইটি ফরেনসিক ল্যাব, পিবিআই হেডকোয়ার্টার্স,

বাসা নং- ১২বি, রোড নং- ৪, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৯।

বিঃদ্রঃ আলামতে সুনির্দিষ্ট কারো পর্নোগ্রাফী আছে কিনা তা জানার জন্য মতামত চাওয়া হলে- ভিক্টিম বা অভিযুক্তের তিন কপি 4R ছবি (Left Angle, Right Angle & Front) বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক সিন (দেখিলাম মর্মে বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরীত) করে প্রদান করবেন। উল্লেখ্য যে, ছবিতে অবশ্যই ভিকটিমের মূখমন্ডল, নাক, কান, গলা, ঘাড়, কানের লতি, কপাল, ভ্রু, চোখ স্পষ্ট বোঝা যেতে হবে।

আলামত থেকে উদ্ধারকৃত সন্দেহভাজন ছবির সাথে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা ছবি (ভিক্টিম/অভিযুক্তের) তুলনামুলক পরীক্ষা করে আলোকচিত্র শাখা, সিআইডি, ঢাকা থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়।

এধরনের নমুনা ছবি প্রদান করতে হবে-

কোন ভাবেই নিম্নোক্ত ধরনের নমুনা ছবি দেওয়া যাবেনা।

সংশ্লিষ্ট আইন- পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন/২০১২ এর ৮(১)/৮(২)/৮(৩) ধারায় মামলা নিবেন।

পর্ণোগ্রাফী আইন ২০১২ এর ৮(১) ধারাঃ কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফী উৎপাদন করলে বা উৎপাদন করার জন্য চুক্তিপত্র করলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে অংশগ্রহন করতে বাধ্য করলে অথবা নারী,পুরুষ বা শিশুকে প্রলোভনে অংশগ্রহন করাইয়া তাহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র ধারণ করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গন্য হবে এবং উক্তরুপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ০৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০০০০০(দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন/২০১২ এর ৮(২) ধারাঃ কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফীর মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তি মর্যাদা হানি করলে বা ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায় বা অন্য কোন সুবিধা আদায় বা কোন ব্যাক্তির জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধারণকৃত কোন পর্নোগ্রাফীর মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে মানসিক নির্যাতন করলে তিনি অপরাধ করছেন বলে গন্য হবে এবং উক্তরুপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ০৫ বছর পযর্ন্ত সশ্রম করারদন্ড করলে এবং ২০০০০০(দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন/২০১২ এর ৮(৩) ধারাঃ কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী সরবরাহ করলে তিনি অপরাধ করছেন বলে গন্য হবে এবং উক্তরুপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ০৫ বছর পযর্ন্ত সশ্রম করারদন্ড করলে এবং ২০০০০০(দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

সমস্যা ০২ঃ অমিত তার বান্ধবী লাবন্য কর্তৃক অভিযুক্ত যে, তিনি তার ফেসুবক আইডিতে লাবন্যের ছবি পোষ্ট করে অশ্লীল মন্তব্য করেছেন এবং মোবাইল নম্বর দিয়ে সাধারন মানুষকে খদ্দের হিসেবে যোগাযোগ করতে বলেছেন। পুলিশ কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তকালে অমিত জানান যে, তিনি লাবন্যের কোন ছবি পোষ্ট করেননি। ফেসবুক আইডি তার দখলে আছে। অমিত জানান যে, তার ফেসবুক আইডিতে অনধিকার প্রবেশ করে অজ্ঞাতনামা কেউ লাবন্যের ছবি পোষ্ট করেছেন। এব্যাপারে তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতে চান। এমতাবস্থায় তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে আপনার করনীয় কি?

এখানে ফেসবুক ব্যবহারকারী অমিত **Passive Attack** এর স্বীকার হয়েছেন। তিনি ফেসবুক আইডির দখল না হারিয়েও তার আইডিতে অন্যের প্রদত্ত পোস্টের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন।

Hacking (Active Attack/Passive Attack)

Active Attack -

An active attack is a network exploit in which a hacker attempts to make changes to data on the target or data en route to the target.

Passive Attack-

A passive attack, in computing security, is an attack characterized by the attacker monitoring communication or systems. This can take forms such as reading emails, tracking internet use, or using a system's microphone and camera to "spy" on an individual. In a

passive attack, the intruder/hacker does not attempt to alter the system or change data.

ফেসবুক আইডি ব্যবহারকারী যদি **Two Factor Authentication** ব্যবহার না করেন তবে তার ফেসবুক আইডি হ্যাকড (দখল হারিয়ে যাওয়া) হওয়ার সম্ভাবনা বেশী এবং উল্লেখিত কারনে একই ফেসবুক আইডিতে একই সময়ে এক বা একাধিক জায়গা থেকে **log in** করা সম্ভব। ফেসবুক আইডিটি যদি মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ওপেন করা হয়ে থাকে তবে-**Two Factor Authentication** ব্যবহার না করার কারনে অন্য কেউ যদি **Hack** করে তবে উক্ত মোবাইল নম্বরে কোন নোটিফিকেশন আসবেনা। ফেসবুক আইডিটি যদি **Mail ID** ব্যবহার করে ওপেন করা হয়ে থাকে তবে-**Two Factor Authentication** ব্যবহার না করার কারনে অন্য কেউ যদি **Hack** করেও তবে উক্ত **Mail ID** তে **Notification** আসবে। **Notification** এ **Hack** করে **Access** করার সময়ের একটি **IP Address** আসবে । উক্ত **IP Address** এর **Log analysis** করে জানা যাবে কোন ডিভাইস (মোবাইল সেটের ক্ষেত্রে **IMEI** এবং কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ডেস্কটপ/ট্যাব/নোট বুক এর ক্ষেত্রে **MAC**) ব্যবহার করা হয়েছে।

একটি ফেসবুক আইডিতে একই সময়ে একাধিক যায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন **IP Address** এর মাধ্যমে **Log in** করা যায়।

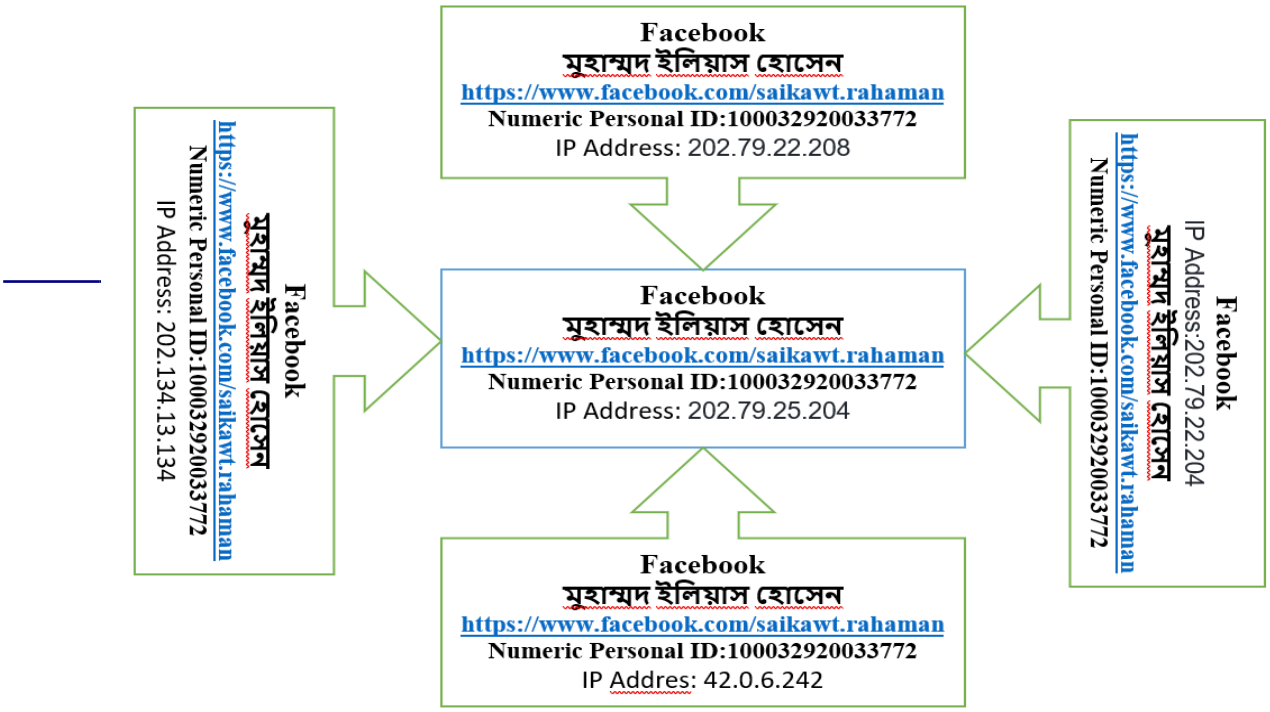

এরকম অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রাথমিক করনীয়

১। সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ করে এজাহার নেওয়া।
২। অভিযুক্তের দখলে থাকা ফেসবুক আইডি ডাউনলোডপূর্বক Security and Log in Information চেক করে জানতে হতে হবে কোন IP (Internet Protocol) Address ব্যবহার করে ফেসবুক আইডিতে Log in করা হয়েছে ।
৩। যে IP Address ব্যবহার করে ফেসবুক আইডিতে Log in করা হয়েছে তার IPDR (Internet Protocol Detail Record) Log Analysis করলে জানা যাবে কোন ডিভাইস (মোবাইল সেটের ক্ষেত্রে IMEI এবং কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ডেস্কটপ/ট্যাব/নোট বুক এর ক্ষেত্রে MAC (media access control address) ব্যবহার করা হয়েছে।
৪। আপলোডকৃত ছবির সাথেও IP Address পাওয়া যাবে যা চেক করেও ৩নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্যাদি জানা যাবে।
৫। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩৪ ধারার অপরাধ।

ইন্টারনেট মোবাইল সেট (এন্ড্রয়েড) এবং কম্পিউটার (ল্যাপটপ/ডেস্কটপ) এর সংযুক্ত হয় MAC (Media Access Control) Address /Physical Address এর মাধ্যমে।
এখানে Domain Tools (DNS, Domain & IP Look UP) ব্যাবহার করে অভিযুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ISP (Internet Service Provider) জানা যাবে। উক্ত ISP থেকে IP Log নিয়ে analysis করে অভিযুক্ত ব্যবহারকারীর MAC (Media Access Control) Address /Physical Address জানা যাবে।

আইটি ফরেনসিক মতামতের জন্য যা তদন্তকারী অফিসার কে যা সংগ্রহ করতে হবে-

১। অমিতের যে ডিভাইসের মাধ্যমে ফেসবুক আইডিতে নিয়মিত Log in করত সেই ডিভাইস (স্মার্ট ফোন/ল্যাপটপ/ডেস্কটপ) জব্দ করতে হবে।
২। অমিতের সহযোগীতায় তার ফেসবুক আইডির ডাউনলোড কপি CD-R/DVD/Blue Ray Disk এ কপি করে জব্দ করতে হবে।
৩। ফেসবুকে পোস্টকৃত লাবণ্যের অশ্লীল ছবির লিংকসহ স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করতে হবে।
৪। লাবণ্যের নমুনা ছবি তিন কপি 4R ছবি (Left Angle, Right Angle & Front) বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক সিন (দেখিলাম মর্মে বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরীত) করে সংগ্রহ করতে হবে।
উল্লেখ্য যে, ছবিতে অবশ্যই ভিকটিমের মূখমন্ডল, নাক, কান, গলা, ঘাড়, কানের লতি, কপাল, ভ্রু, চোখ স্পষ্ট বোঝা যেতে হবে।

আইটি ফরেনসিক মতামতে যা চাইতে হবে-

১। অমিতের জব্দকৃত ডিভাইসে লাবণ্যের অশ্লীল ছবি আছে কিনা (অভিযুক্ত যে ছবি ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল সেই ছবি)?

(তদন্তকারী অফিসারের প্রদত্ত নমুনা ছবি সাথে আলামতে প্রাপ্ত ছবি/ফেসবুক আইডিতে পোস্টকৃত ছবি সিআইডি ফটোগ্রাফী শাখায় প্রেরণপূর্বক বিশারদের সহায়তায় তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মতামত দেয়া হয়)

২। অভিযুক্ত পোষ্ট কত তারিখে (অবশ্যই তারিখের সাথে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকতে হবে) কোন্ এক বা একাধিক IP Address এর মাধ্যমে অভিযুক্ত ফেসবুক আইডিতে Log in/ Access করে করা হয়েছিল?

আইটি ফরেনসিক শাখা থেকে IP Log (IPDR) সংগ্রহ পূর্বক এ্যানালাইসিস করে মতামত দেয়া হয়না।

তাই আইটি ফরেনসিক মতামত পাওয়ার পরে- তদন্তকারী অফিসারের যা করতে হবে-

১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনপূর্বক IP Log (IPDR) সংগ্রহ পূর্বক এ্যানালাইসিস করতে হবে। বের করতে হবে কোন মোবাইল নম্বরের বিপরীতে বরাদ্ধকৃত আইপি দ্বারা/ কোন গ্রাহকের ক্রয়কৃত ইন্টারনেট লাইনের IP দ্বারা অভিযুক্ত ফেসবুক আইডিতে অপরাধ সংঘটনের সময়ে Log in /Access করা হয়েছিল।

আইটি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মতামত ও তদন্তকারী অফিসারের IP Log (IPDR) এ্যানালাইসিস কালে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বয় করে অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩৪। হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "হ্যাকিং" অর্থ—
(ক) কম্পিউটার তথ্য ভাণ্ডারের কোনো তথ্য বিনাশ, বাতিল, পরিবর্তন বা উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাসকরণ বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিসাধন বা
(খ) নিজ মালিকানা বা দখলবিহীন কোনো কম্পিউটার, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশের মাধ্যমে উহার ক্ষতিসাধন।

সন্দেহভাজন অপরাধী কর্তৃক অপরাধ প্রমানের জন্য করনীয়

সমস্যা ০৩। গত ১৫/০৫/২০২০ খ্রিঃ ভিকটিম লাবন্য লক্ষ্য করলেন যে, "সুমিত" নামের একটি ফেসবুক আইডির মাধ্যমে তার ছবি টাইম লাইনে পোস্ট করে বিভিন্ন ধরনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছে। লাবন্য জানান যে, অমিত এর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক/বিয়ে বজায় থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঘনিষ্ঠ ছবি/ভিডিও তুলেছিলেন। এখন তিনি জোর সন্দেহ করছেন যে, ফেসবুকে আপলোডকৃত ছবিগুলো অমিতই "সুমিত" নামের ফেসবুক আইডির মাধ্যমে আপলোড করছেন এবং কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন। গত ২০/০৫/২০২০ খ্রিঃ একটি অশ্লীল ছবি লাবন্যের বর্তমান স্বামী সুজিত এর ফেসবুক মেসেঞ্জারে পাঠান এবং অশ্লীল কথা লেখেন। এমতাবস্থায় তিনি থানায় আসলেন এবং আপনার আইনানুগ সাহায্য চাইলেন। আপনার করণীয় কি?

এধরনের অপরাধ সম্পর্কিত মামলার ক্ষেত্রে করনীয়

১। সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ পূর্বক এজাহার নিতে হবে।

২। সুমিত নামের ফেসবুক আইডির টাইমলাইনে লাবন্যর পোষ্টকৃত ছবির লিংকসহ স্ক্রিনশট নিতে জব্দ করতে হবে।

৩। সুমিত নামের ফেসবুক আইডির মাধ্যমে লাবন্যর স্বামীকে মেসেঞ্জারে প্রেরীত লাবন্যর অশ্লীল ছবির লিংকসহ স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করতে হবে।

৪। লাবন্যকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সন্দেহভাজন অমিত এর MSISDN গুলোসহ ই-মেইল আইডি জেনে নিতে হবে।

৫। অমিত কে গ্রেফতার না করে অপরাধের সাথে তার সম্পৃক্ততা আছে কিনা দেখার জন্য অমিতের ডিভাইস জব্দ করে ফরেনসিক পরীক্ষা করতে হবে।

৬। লাবন্যর নমুনা ছবির সাথে অমিত এর ডিভাইসে প্রাপ্ত ছবি এবং ফেসবুক টাইম লাইনে ও মেসেঞ্জারে প্রাপ্ত ছবির তুলনামূলক পরীক্ষা করতে হবে।

সমস্যা ৪ঃ অমিত এবং লাবন্য একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন স্থানে বন্ধু-বান্ধব ঘুরে বেড়িয়েছে এবং ছবি তুলেছে। চাকুরী পাওয়ার পরে অমিত সংসারী হওয়ার লক্ষ্যে লাবণ্যকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। লাবণ্য অমিতের চেয়ে ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়ায় কথাচ্ছলে একপ্রকার অমিতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘটনার দুইমাস পরে লাবণ্য তার ফেসবুক আইডি ব্রাউজিংকালে দেখতে পায় যে, "আমি লোভী নারী" নামক একটি ফেসবুক আইডি থেকে তাকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠানো হয়েছে এবং উক্ত আইডির

টাইমলাইনে লাবন্যর অনেকগুলো ছবি পোস্ট করা রয়েছে এবং পোস্টের নিচে বিভিন্নজন বিভিন্ন রকমের ভাল-মন্দ মন্তব্য করছে। সপ্তাহখানেক পরে লাবণ্যর বিয়ে হবে এমন সময়ে ছবি সহ বিরুপ মন্তব্য সম্বলিত পোস্ট লাবন্যর জন্য বিব্রতকর। ছবিগুলো অশ্লীল নয় তবে ছবির নিচে ক্যাপশনে লেখাগুলো মানহানি কর। প্রাথমিকভাবে লাবণ্য অমিতকে চারমভাবে সন্দেহ করছে, কিন্তু কোন প্রমান দিতে পারছেনা; আবার অপরাধের ধরনও অধর্তব্য । এরকম অবস্থার প্রেক্ষিতে থানায় আসলে আপনার করনীয় কি?

এরকম ঘটনার প্রেক্ষিতে থানায় আসলে করনীয়-

১। উভয়ের ফেসবুক আইডির সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক সাধারন ডায়েরী করতে হবে।

২। আদালতের অনুমতি নিয়ে তদন্ত শুরু করতে হবে।

৩। তদন্তকালে সন্দেহভাজন অমিত সহ অন্যান্যদের অভিযুক্ত ফেসবুক আইডির সম্পৃক্ততা খুঁজতে হবে।

৪। সন্দেহভাজন অমিত সহ অন্যান্যদের অভিযুক্ত ফেসবুক আইডির সাথে প্রাথমিক সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আদালতের আদেশ নিয়ে সম্পৃক্ত ডিভাইস ব্যবহৃত সিম সহ জব্দ করতে হবে।

৫। জব্দকৃত ডিভাইস ফরেনসিক পরীক্ষা পূর্বক মতামত সংগ্রহ করতে হবে।

৬। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৯ ধারায় ননএফআইআর প্রসিকিউশন দাখিল করতে হবে।

অপরিচিত অপরাধী কর্তৃক অপরাধ প্রমানের জন্য করনীয়

সমস্যা ৫ঃ অমিত একজন স্বনামধণ্য জনপ্রতিনিধি, তিনবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য/ চেয়ারম্যান। নিজ এলাকায় অনেক ভাল করছেন। অনেকেই তার কাজে ইর্শ্বান্বিত, গোপনে গোপনে দুর্নাম রটানো/অপবাদ দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এরই এক পর্যায়ে গত ০৫/০৫/২০২১ তারিখে Investigation Of Bangladesh (https://www.facebook.com/watch/Investigation-Of-Bangladesh-348495259733542/) নামক একটি ফেসবুক আইডির মাধ্যমে চেয়ারম্যান অমিত সাহেবের বিরুদ্ধে ৩০ মিনিটের একটি মানহানিকর ডকুমেন্টারী ভিডিও আপলোড করেন, যার অধিকাংশই মিথ্যা ও বানোয়াট। এরকম অবস্থার প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান অমিত সাহেব থানায় আসলে আপনার করনীয় কি?

সম্ভাব্য তদন্তকার্যক্রমঃ

১। অভিযুক্ত ফেসবুক আইডির সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে (User Name, User ID)।
২। যে সকল পোষ্টের কারনে অভিযোগ করা হয়েছে তার লিংক স্ক্রিনশট নিয়ে জব্দ করেত হবে (সফট কপি অবশ্যই রাখতে হবে।)
৩। বিজ্ঞ আদালত থেকে আদেশনাম এবং ক্ষমতাপত্র সংগ্রহ করতে (ইংরেজীতে হলে ভাল হয়)।
৪। মামলার এজাহার এবং এফআইআর এর হার্ড কপি স্ক্যান করতে হবে।

সরকারী ডোমেইন মেইল আইডির মাধ্যমে ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে লিখতে হবে।

https://www.facebook.com/records/login/

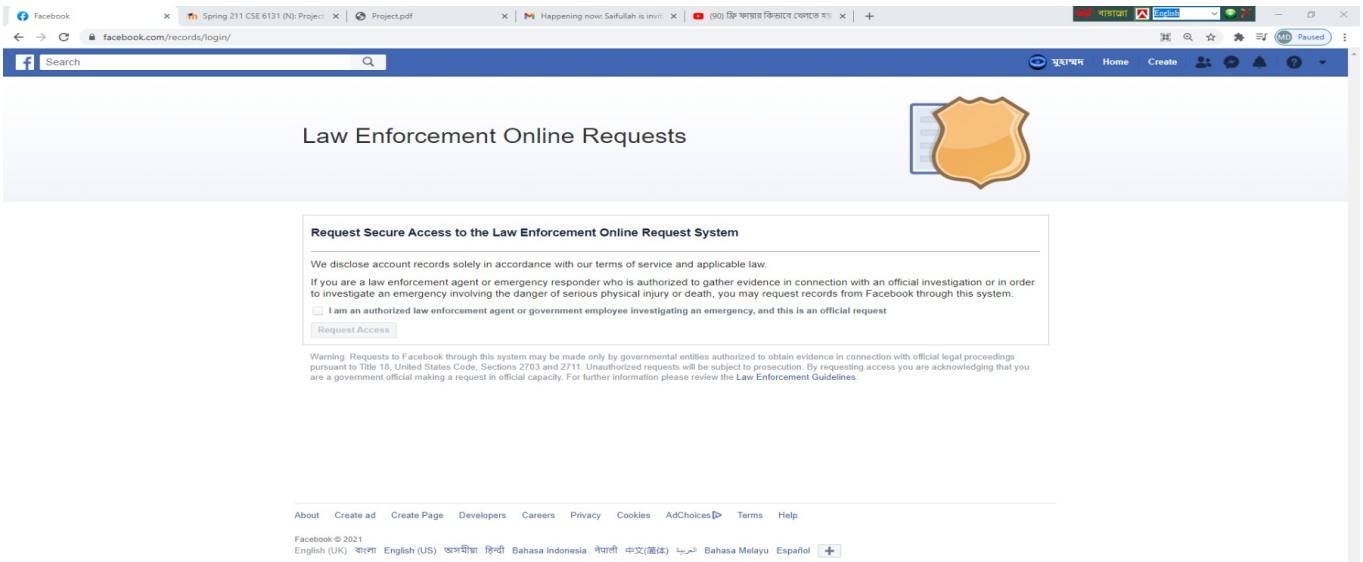

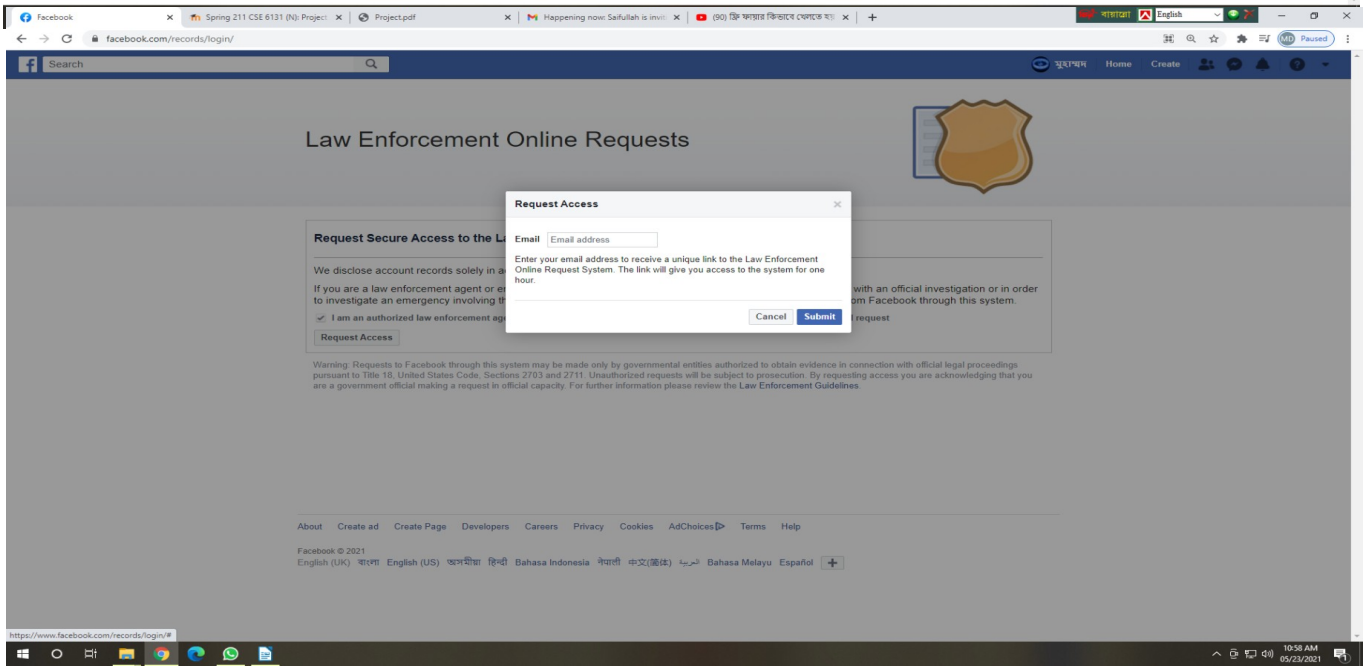

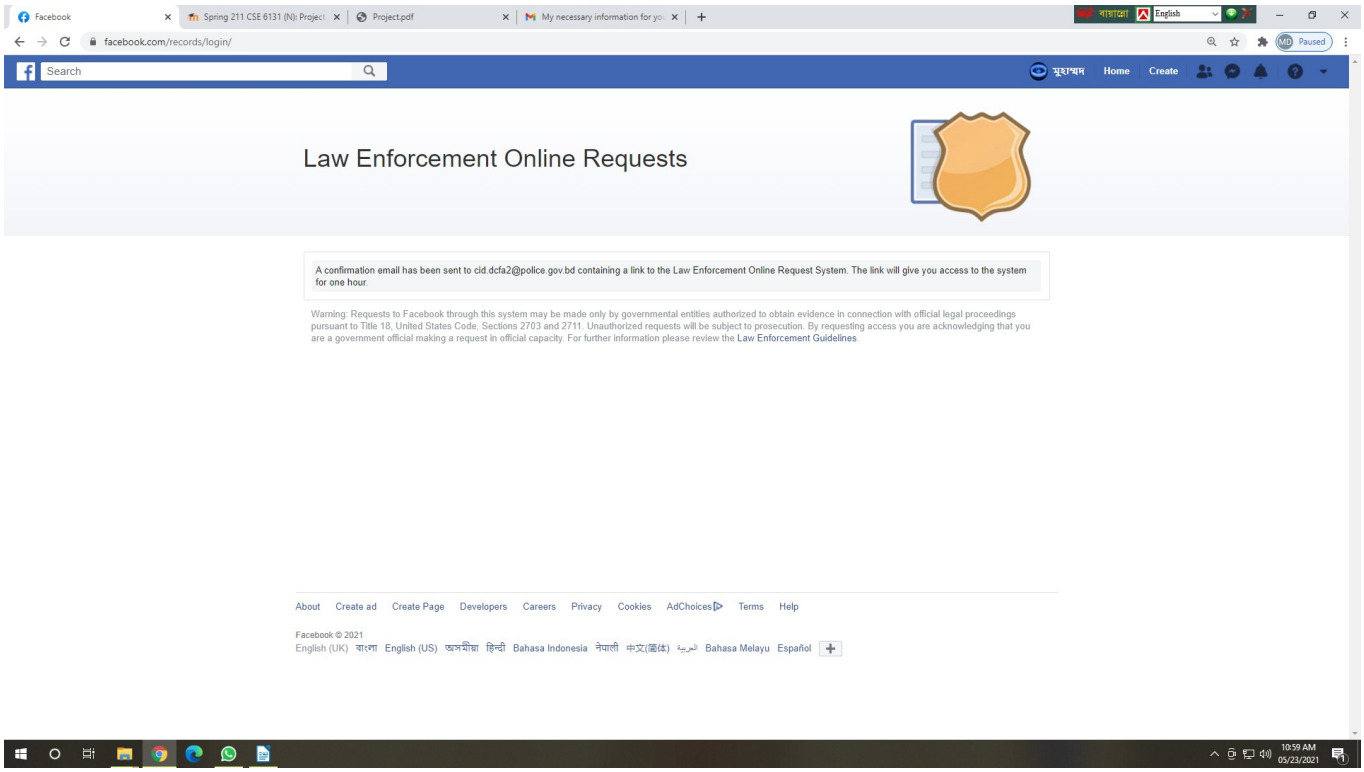
Facebook
facebook.com/records/login/
Search
Home
Create
Law Enforcement Online Requests
A confirmation email has been sent to cid.dcfa2@police.gov.bd containing a link to the Law Enforcement Online Request System. The link will give you access to the system for one hour.
Warning: Requests to Facebook through this system may be made only by governmental entities authorized to obtain evidence in connection with official legal proceedings pursuant to Title 18, United States Code, Sections 2703 and 2711. Unauthorized requests will be subject to prosecution. By requesting access you are acknowledging that you are a government official making a request in official capacity. For further information please review the Law Enforcement Guidelines.
About
Create ad
Create Page
Developers
Careers
Privacy
Cookies
AdChoices
Terms
Help
Facebook © 2021
English (UK) বাংলা English (US) অসমীয়া हिन्दी Bahasa Indonesia नेपाली Bahasa Melayu Español

নারী সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য

Police Cyber Support for Women – PCSW
https://www.facebook.com/PCSW.PHQ
cybersupport.women@police.gov.bd
Contact Number: 01320-000888

শুধু ঢাকা শহরের নাগরিকদের জন্য

Cyber Crime Investigation Division, CTTC, DMP
cyberhelp@dmp.gov.bd
https://www.facebook.com/cyberctdmp

সারাদেশের যেকোন জায়গার নাগরিকদের জন্য

Cyber Police Centre, CID, Bangladesh Police
Contact Number: 01320-010148,01730

cyber@police.gov.bd
https://www.facebook.com/cpccidbdpolice

ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক হলে যেভাবে উদ্ধার করবেন

ফেসবুক একাউন্ট সুরক্ষা রাখার সব ধরনের ব্যবস্থা করে রাখলেও অনেক সময় একাউন্ট হ্যাক হয়ে যায়। তাই হ্যাক হওয়া মাত্রই কী কী পদক্ষেপগুলো আপনার নেওয়া উচিত এবং কীভাবে ফেসবুক একাউন্টটি উদ্ধার করবেন তা জেনে নিন

১) প্রথমেই এই লিঙ্কে যান http://www.facebook.com/hacked

২) একটি পেজ আসবে, এখান থেকে "My account is compromised" এই বাটনে ক্লিক করুন।

৩) হ্যাক হওয়া একাউন্টটির তথ্য চাইবে এখানে। উল্লেখ করা ২ টি অপশনের যেকোন একটির ইনফরমেশন দিন। দিয়ে ক্লিক করুন সার্চ এ ক্লিক করুন-

৪) আপনার প্রদত্ত তথ্য সঠিক হলে আপনার একাউন্টটিই দেখাবে এখানে

৫) এখন "This is My Account" এ ক্লিক করুন।

৬) ক্লিক করার পর আপনার বর্তমান অথবা পুরাতন পাসওয়ার্ডটি চাইবে।

এখানে আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ড টি দিয়ে "Continue" করুন। আপনাকে একটা কনফার্মেশন মেসেজ দিবে। তার পরে কন্টিনিউ করে পরের স্টেপ গুলি পার করুন। সাধারনত পরের স্টেপে আপনার কাছ থেকে একটা নতুন পাসোয়ার্ড চাওয়া হবে। পরের ফর্মগুলো ঠিক ঠাক পূরন করলে ফেসবুক থেকে আপনার একাউন্ট আবার ফেরত পেয়ে যাবেন।

৭. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বরসহ লগইন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবর্তন করে থাকে তবে Need another way to authentication? > Submit a request to Facebook এ ক্লিক করলে ফেসবুক প্রোফাইলটি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইডি সরবরাহের ফর্ম পূরণের মাধ্যমে হ্যাকড অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাকিংয়ের শিকার হলে আপনি স্বশরীরেও সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। এছাড়া যোগাযোগ করতে পারেন ০১৭৩০৩৩৬৪৩১ নম্বরে অথবা smmcpc2018@gmail.com ঠিকানায় বিস্তারিত ইমেইল করতে পারেন।

https://dsa.gov.bd/
http://doict.portal.gov.bd/
https://ictd.gov.bd/
https://ccabd.org/
https://www.cirt.gov.bd/
https://www.bdcert.org/

আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া সাইবার/ডিজিটাল অপরাধগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। এখানে উল্লেখিত চরিত্র অমিত এবং লাবণ্য কাল্পনিক, কারো নামের সাথে মিলে গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয়।

প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমার উল্লেখিত পদ্ধতির পরেও আরও উপায় থাকতে পারে। অপরাধ কিভাবে, কে, কখন করেছে নিয়ে তা নিয়ে আমার কাজ করার সময়ের পরে উক্ত অপরাধ করার ধরণ ও মামলা পরবর্তী সময়ে অপরাধী নির্নয় নিয়ে কাজ করার ধরণ/পদ্ধতি আমার লেখায় উল্লেখিত সমাধানের সাথে নাও মিলতে পারে।

আপনাদের মূল্যবান সময় আমার সাথে কাটানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ